81949 - কখন গোসল করা ওয়াজিব; আর কখন গোসল করা মুস্তাহাব?

প্রশ্ন

স্বপ্নদোষের পর কি গোসল ওয়াজিব? নাকি কেবল (যৌন) মিলোমেশার পর? কোন কোন অবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব কিংবা কোন কোন অবস্থায় মুস্তাহাব?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

যে সকল অবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব:

বীর্য নির্গত হওয়া।
দুই লজ্জাস্থান মিলিত হওয়া।
হায়েয (ঋতুস্রাব)।
নিফাস (প্রসবোত্তর স্রাব)।

যে সকল অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব:

মানুষের জানাযার স্থানে (যাওয়ার পূর্বে)।
শরীরের গন্ধ বদলে গেলে।
কিছু ইবাদতের সময়ে, যেমন: ইহরামের জন্য গোসল করা।

যে সকল অবস্থায় গোসল আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে:

মৃত ব্যক্তির গোসল।
মৃত ব্যক্তিকে গোসলদানকারী ব্যক্তির গোসল।
জুমার গোসল।
ইসলাম গ্রহণের সময় কাফেরের গোসল।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

গোসল করা কখনো ওয়াজবি, আবার কখনো মুস্তাহাব। আলমেগণ এই সমস্ত অবস্থা উল্লখে করছেনে। আলমেদরে বক্তব্যগুলোকে তনি ভাগে ভাগ করা যায়:

গোসল ওয়াজবিকারী মতক্যৈপূর্ণ বষিয়াবলি:

এক: গোসল ওয়াজবি করে এমন যে সমস্ত বষিয়ে মতক্যৈ রয়ছে, সগেুলো হচ্ছ:

- বীর্য নর্িগত হওয়া; এমনকি সটো সহবাস ছাড়া হলওে।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা (৩১/১৯৫)-তে এসছে: ‘ফকীহরা একমত যে বীর্য নর্িগত হওয়া গোসল ওয়াজবি হওয়ার অন্যতম কারণ। বরং ইমাম নববী এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করছেনে। এক্ষত্রেে নারী ও পুরুষরে মাঝে কংিবা ঘুমন্ত অবস্থা বা জাগ্রত অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নইে। এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে আবু সাঈদ খুদরী রাদয়িাল্লাহু আনহুর হাদীস, তনিি বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “কবেল পানি (বীর্য) থকেে পানি (গোসল) (আবশ্যক) হয়।”[হাদীসটি মুসলমি (৩৪৩) বর্ণনা করনে] এর অর্থ হচ্ছে যমেনটি ইমাম নববী বর্ণনা করছেনে: সবগে নর্িগত পানি তথা বীর্যরে কারণে গোসল আবশ্যক হয়।’[সমাপ্ত]

- দুই লজ্জাস্থান মলিতি হয়ে পুরুষরে লঙ্গিরে অগ্রভাগ নারীর লঙ্গিরে ভতের অদৃশ্য হয়ে গলেইে গোসল আবশ্যক হব;ে যদওি বীর্য নর্িগত না হয়।
- হায়যেরে (ঋতুস্রাবরে) পর।
- নফিাসরে (প্রসবোত্তর স্রাবরে) পর।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা (৩১/২০৪)-তে এসছে: ‘ফকীহরা একমত যে হায়যে ও নফিাস গোসল ওয়াজবিকারী বষিয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল মুনযরি ও ইবনে জারীর আত-ত্বাবারী ও অন্যান্যরা এ প্রসঙ্গে ইজমা তথা ঐকমত্য বর্ণনা করছেনে। হায়যেরে ফলে গোসল ওয়াজবি হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ

“তারা তোমার কাছে হায়যে (মহলিাদরে ঋতুস্রাব) সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করে। তুমি বলো, সটো কষ্টদায়ক (সঙ্গমরে ক্ষত্রে)। অতএব, হায়যেরে সময়ে তোমেরা নারীদরেকে পরত্যিাগ করো (হায়যেরে স্থান পরত্যিাগ করো) এবং তারা পবত্রি না হওয়া পর্যন্ত তাদরে কাছে যয়েো না (তাদরে সাথে সঙ্গম করো না)। যখন তারা পবত্রি হয়ে যাবে তখন আল্লাহ যভোবে নর্দিশে দয়িছেনে সভোবে তাদরে কাছে যতেে পারবে (সঙ্গম করতে পারবে)।”[সূরা বাকারা: ২২২][সমাপ্ত]

কখন গোসল করা মুস্তাহাব; আর কখন ওয়াজবি?

দুই: যে সমস্ত অবস্থায় গোসল করা ওয়াজবি না হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়ছে; বরং গোসল করা মুস্তাহাব:

- গণ জমায়তেরে স্থানে। এর জন্য গোসল করা মুস্তাহাব:

ইমাম বাগাভী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘যনিি মানুষরে সাথে সমবতে হতে চান তার জন্য গোসল করা, পরচ্ছিান্ন হওয়া ও সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব।’

এমন সমাবশেরে মধ্যে রয়ছে: দুই ঈদরে গোসল। ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ আল-মাজমূ (২/২৩৩) গ্রন্থে বলনে: ‘সর্বসম্মতক্রিমে প্রত্যকেরে জন্য এটি সুন্নাহ। হোক সে পুরুষ, নারী বা শশিু। কারণ এই দনিে গোসল করা হয় সাজসজ্জা হসিবে। আর এরা সবাই সাজসজ্জা করার উপযুক্ত।’[সমাপ্ত]

এর মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত হবে: সূর্যগ্রহণরে নামায, বৃষ্টপ্রিার্থনার নামায, আরাফায় অবস্থান, মাশআরুল হারামে অবস্থান, আইয়্যামে তাশরীকে পাথর নক্ষিপে প্রভৃতি ইবাদতকন্দ্রেকি বা প্রথাকন্দ্রেকি গণজমায়তে উপলক্ষে গোসল করা।

- শারীরকি পরবির্তন ঘটলে। শাফয়েী ফকীহ আল-মাহামলেী বলনে: যে সকল অবস্থায় শারীরকি পরবির্তন ঘটে এর প্রতটিতিে গোসল করা মুস্তাহাব।

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: ফকীহদরে বক্তব্য অনুযায়ী পাগল ও অজ্ঞান ব্যক্তরি জ্ঞান ফরিলে তাকে গোসল করানো মুস্তাহাব হওয়া। এছাড়া শঙ্গিা লাগানোর পরে, হাম্মামে ঢোকার পরে গোসল করা প্রভৃতি। কনেনা গোসল শরীরে লগেে থাকা বস্তু দূর করে শরীরকে স্বাভাবকি অবস্থায় ফরিয়িে আনে।[দখেুন: আল-মাজমূ (২/২৩৪, ২৩৫)]

- কছিু কছিু ইবাদতরে সময়ে। যমেন: ইহরামরে জন্য গোসল করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামরে জন্য সলোইকৃত কাপড় খুলে লুঙ্গি ও চাদর পরনে এবং গোসল করনে।[হাদীসটি তরিমযিী (৮৩০) বর্ণনা করনে] তাওয়াফে যয়িারা, বদিায়ী তাওয়াফ এবং কদররে রাতরে জন্য গোসল করা মুস্তাহাব হওয়ার বষিয়টি ফকীহরা উল্লখে করছেনে। ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু মক্কায় প্রবশে করলে গোসল করতনে। তনিি বলতনে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এমনটি করতনে।[হাদীসটি বুখারী (১৪৭৮) ও মুসলমি (১২৫৯) বর্ণনা করনে]

গোসল ওয়াজবিকারী মতভদেপূর্ণ অবস্থাসমূহ:

তনি: যে সমস্ত ক্ষত্রেে গোসল করার ব্যাপারে মতভদে রয়ছেে এবং অগ্রগণ্য মতরে উল্লখেসহ:

- মৃত ব্যক্তকিে গোসল দওেয়া:

অধকিাংশ আলমে একমত যে মৃত্যুবরণ গোসলকে ওয়াজবিকারী। দললি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ময়েে মারা যাওয়ার পরে তনিি বলছেনে: 'তোমেরা তাকে তনি বা পাঁচ বা এর চয়েে বশেি বার গোসল করাও।'[হাদীসটি বুখারী (১২৫৩) ও মুসলমি (৯৩৯) বর্ণনা করনে]

- মৃত ব্যক্তকিে গোসল দওেয়ার কারণে গোসল করা:

এ প্রসঙ্গে বর্ণতি হাদীসরে বধিান প্রসঙ্গে মতভন্নিতার ফলে আলমেরা উক্ত বধিানরে ব্যাপারে মতভদে করছেনে। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: 'কউে যদি কোনো মৃত ব্যক্তকিে গোসল করায় সে যনে গোসল করে।'[হাদীসটি ইমাম আহমদ (২/৪৫৪), আবু দাউদ (৩১৬১) ও তরিমযিী (৯৯৩) বর্ণনা করনে। তনিি বলনে: এটি হাসান হাদীস। ইমাম আহমদ থকেে 'মাসাইলু আহমদ লি-আবি দাউদ' গ্রন্থে বর্ণতি, তনিি বলনে: এ প্রসঙ্গে কোনো হাদীস প্রমাণতি নয়।]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ 'আশ-শারহুল মুমতি' (১/৪১১) গ্রন্থে বলনে: 'মুস্তাহাব হওয়ার মতটি মধ্যমপন্থী ও সঠকি হওয়ার নকিটবর্তী মত।'[সমাপ্ত]

- জুমার গোসল:

ইমাম নববী 'আল-মাজমূ' (২/২৩২) গ্রন্থে বলনে: 'অধকিাংশরে মতে এটি সুন্নাহ। সালাফদরে কারো কারো মত, এটি ওয়াজবি।'[সমাপ্ত]

সঠকি মত হচ্ছে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িার বাছাইকৃত মত। 'আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা' (৫/৩০৭) গ্রন্থে তার বক্তব্য: 'যার শরীররে ঘাম অথবা দুর্গন্ধ থকেে অন্য কউে কষ্ট পায় তার জন্য জুমার দনিে গোসল করা ওয়াজবি।'

- কাফরে ব্যক্তি মুসলমি হল:

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িা (৩১/২০৫-২০৬)-তে এসছে:

‘মালকেী ও হাম্বলীরা মনে করনে যে কোন কাফরেরে ইসলামগ্রহণ করা তার উপর গোসল করাকে ওয়াজবিকারী। তাই কোন কাফরে ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর গোসল করা ওয়াজবি হয়ে যায়। এর দলীল হচ্ছে:

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: সুমামা ইবনে আসাল রাদয়িাল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: ‘তোমেরা তাকে নয়িে অমুকরে বাগানে গয়িে তাকে গোসল করতে বলো।’

কাইস ইবনে আসমে রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পানি এবং বরই পাতা দয়িে গোসল করার নর্িদশে দনে।

তাছাড়া কাফরে অধকিাংশ ক্ষত্রেে অপবত্রি (জুনুবী) অবস্থায় থাকে। তাই উক্ত সম্ভাবনাকে প্রকৃত অবস্থার স্থলে স্থান দওেয়া হয়ছে। যমেনভিাবে ঘুমরে কারণে এবং দুই লজ্জাস্থান মলিতি হওয়ার কারণে গোসল আবশ্যক হয়।

হানাফী ও শাফয়েীরা মনে করনে যে কাফরে ইসলাম গ্রহণ করলে এবং জুনুবী অবস্থায় না থাকলে তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। কারণ এমন বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে যাদরেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলরে নর্িদশে দনেনি। তবে যদি কাফরে জুনুবী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার জন্য গোসল করা ওয়াজবি। ইমাম নববী বলনে: শাফয়েী এমনটি বলছেনে আর তার অধকিাংশ সাথী এতে একমত পোষণ করছেনে।’

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ ‘আশ-শারহুল মুমতি’ (১/৩৯৭) গ্রন্থে বলনে: ‘নরিাপদ মত হচ্ছে গোসল করা।’[সমাপ্ত]

আরো বস্তিারতি জানতে (83172, 292730 , 105360 , 6962, 7529) নং প্রশ্নরে উত্তরগুলো পড়ার অনুরোধ রইল।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।